সিভিল এভিয়েশনে লুটপাটের মহোৎসব

সিভিল এভিয়েশনে সরকারি অর্থ লুটপাটের মহোৎসব চলছে। এই লুটপাট বন্ধে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। সিভিল এভিয়েশনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারাই এই লুটপাটে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভুয়া কাজ দেখিয়ে এবং গুরুত্বহীন কাজ বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রকৌশল ইউনিটগুলোতে বিভিন্ন কেনাকাটা ও নির্মাণ কাজ প্রাক্কলিত দরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দরে কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে। এ সব কার্যাদেশের বর্ধিত অর্থ সিভিল এভিয়েশনের দুর্নীতিবাজ চক্র এবং ঠিকাদার সিন্ডিকেট ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে। যে সব কাজ জরুরি নয়, সে সব কাজও জরুরির আওতায় এনে ঠিকাদারদের কাজ দেয়া হচ্ছে। ঘাস কাটা, বাগান এবং রং করার নামেও লাখ লাখ টাকা লুটপাট চলছে।

সিভিল এভিয়েশনের প্রাচীর ভেঙে দেড় কোটি টাকা ব্যয় দেখিয়ে নতুনভাবে প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে। অথচ এই প্রাচীর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু অর্থ আত্মসাতের জন্যই তা করা হচ্ছে। তাছাড়া ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে সিভিল এভিয়েশনে অর্থ লুটপাট চলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মালামাল না কিনে কেনা হয়েছে, এমনকি মেরামত সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বেলায়ও কাজ না করেই কাজ হয়েছে মর্মে ভুয়া বিলে অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

জানা গেছে, শুধু এই এক মাসেই পৌনে দু'শ' কোটি টাকার কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অনেক ঠিকাদারের বিলের ব্যয় মঞ্জুরির এবং কার্যাদেশের ফাইল আটকে রাখা হয়েছে কোন কারণ ছাড়াই, যেসব ঠিকাদার নিরীহ এবং ছোটখাটো এক লাখ/দু' লাখ টাকার কাজ করেন। অন্যদিকে দুর্নীতিবাজ এবং প্রভাবশালী ঠিকাদারদের কোটি কোটি টাকার কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে যথাযথ নিয়ম-নীতি অনুসরণ ছাড়াই।

সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজে ইতিপূর্বে সিভিল এভিয়েশনের এসব লুটপাট-অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর মন্ত্রণালয় কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রণালয়ের সচিব নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। তদন্তের জন্য তিনি একটি কমিটিও গঠন করে দিয়েছিলেন। এর ফলে দুর্নীতিবাজরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তদন্ত কমিটির সক্রিয়তা পরিলক্ষিত না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই আবার শুরু হয় দুর্নীতিবাজদের লাগামহীন তৎপরতা। এখন বলা যায় পূর্ণ উদ্যমেই চলছে।

দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটে যারা

সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান এয়ার কমডোর সাকেব ইকবাল খান মজলিস এবং প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হারুন অর রশিদ-এর নেতৃত্বে এখানে একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবাজ চক্র রয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, সদস্য (অপারেশন) গ্রুপ ক্যাপ্টেন নাঈম হাসান, সদস্য (অর্থ) আমীর হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) শহীদুল আফরোজ এবং কতিপয় দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার। সাংসদ শেখ হেলালের ভাই এখন এখানকার প্রভাবশালী ঠিকাদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই এখন এই গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান নিজেই এই ঠিকাদারকে প্রটোকল দেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

উৎকোচের বিনিময়ে সিনিয়র

সুধেন্দু বিকাশ গোস্বামী এবং শহীদুল আফরোজ দু'জনই সিভিল এভিয়েশনে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর চলতি দায়িত্বে আছেন। এ পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য দু'জনই এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। জানা গেছে, এই দুই কর্মকর্তার মধ্যে তুলনামূলকভাবে সুধেন্দু বিকাশ গোস্বামী সিনিয়র। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে তিনিই পদোন্নতি পাওয়ার কথা। কিন্তু উৎকোচের বিনিময়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে শহীদুল আফরোজ নিজেকে সিনিয়র হিসেবে পরিগণিত করেছেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে লিখিত প্রতিবেদনও জমা আছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় এ অপকর্মের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

দুর্নীতি সচল রাখার জন্য

সাম্প্রতিক সময়ে সিভিল এভিয়েশনের দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট সদস্যরা তাদের লুটপাট নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাচ্চা আওয়ামী লীগার সেজে গেছেন। তারা এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। সূত্র জানিয়েছে, সিভিল এভিয়েশনের দুর্নীতিবাজ চক্রের অন্যতম সদস্য প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হারুন অর রশিদ চারদলীয় জোট সরকারের আমলে হাওয়া ভবনের লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ওয়ান-ইলেভেনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে হারুন অর রশিদের দুর্নীতি ধরা পড়ায় যৌথ বাহিনী তাকে গ্রেফতারের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে তিনি সেই সময় গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা পান। বর্তমানে তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগমনা কর্মকর্তা হিসেবে জাহির করছেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় ঢাকা-১২ আসনের এমপি শেখ ফজলে নূর তাপসকে আইনজীবী নিয়োগ করেছেন।

এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় হচ্ছে

নিয়ম অনুযায়ী বাজেটে নির্ধারিত বিভিন্ন খাতে মঞ্জুরীকৃত টাকা স্ব স্ব খাতেই ব্যয় করতে হয়। এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই সিভিল এভিয়েশনে এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় হচ্ছে। সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান অবৈধভাবে এর অনুমোদন দিচ্ছেন।

যে কোন কেনাকাটা, নির্মাণ বা মেরামত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন, টেন্ডার প্রক্রিয়া, ব্যয় মঞ্জুরী এবং কার্যাদেশ প্রদান এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে হয়। প্রশাসনিক অনুমোদনের পর টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করতে হয়, তারপর ব্যয় মঞ্জুরীর পর কার্যাদেশ প্রদান করতে হয়। সিভিল এভিয়েশনেও এই নিয়মই চালু ছিল। কিন্তু সাকেব ইকবাল খান মজলিস এই নিয়মও পাল্টিয়ে ফেলেন। এখনও তার নেতৃত্বে সিভিল এভিয়েশনে কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে ব্যয় মঞ্জুরীর আগে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর শেষ হবে ৩০ জুন। এই অর্থ বছরের একবারে শেষ প্রান্তে এসেও ব্যয় মঞ্জুরী দেয়া হচ্ছে। গত ২৫ জুনও ব্যয় মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে। এ সময় পেছনের তারিখ দিয়ে কার্যাদেশের কয়েকটি ফাইলও স্বাক্ষর করা হয়েছে। অন্যদিকে ছোট ছোট বহু ঠিকাদারের ফাইল কোন কারণ ছাড়াই দীর্ঘদিন আটকিয়ে রাখা হয়েছে উৎকোচ না দেয়ার কারণে।

সৎ-নীতিবান কর্মকর্তারা কোণঠাসা

সিভিল এভিয়েশনে যারা সৎ ও নীতিবান কর্মকর্তা আছেন তারা এক প্রকার কোণঠাসা হয়ে আছেন। দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত না হওয়ায় তাদেরকে কোন দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। এই অবহেলিত সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন- প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান এবং মাকসুদুর রহমান। তাদেরকে সংযুক্ত করে রাখা হয়েছে। বলতে গেলে তারা এখন ওএসডি অবস্থায় আছেন।

প্রধান প্রকৌশলী পদে হারুনের পদোন্নতি ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ!

প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হারুন অর রশিদ আগামী ৩০ জুন এলপিআর-এ যাওয়ার কথা। সিভিল এভিয়েশনের দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট চাচ্ছে তাকে প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দিয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে। এ উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সাকেব ইকবাল খান মজলিস তড়িঘড়ি করে ২৮ জুন ডিপিসি'র সভা ডেকেছেন। ওই সভায় তাকে পদোন্নতি দিয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা চলছে। শেখ হেলালের ভাই এই দায়িত্ব নিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

আদালতের স্থগিতাদেশ

মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে কয়েকজন সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে হারুন অর রশিদকে প্রধান প্রকৌশলী পদের চলতি দায়িত্ব দিয়েছিল সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, সিভিল এভিয়েশনের দুর্নীতিবাজ চক্র চেয়েছিল প্রধান প্রকৌশলী পদে তাকে পদোন্নতি দিতে। কিন্তু মামলার কারণে তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

হারুন অর রশিদকে অবৈধভাবে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেয়ায় এই পদের যোগ্য দাবিদার সিনিয়র কর্মকর্তা আবদুর রফিক দেওয়ান আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালতের আদেশে প্রধান প্রকৌশলী পদে হারুন অর রশিদের পদোন্নতি ঠেকে যায়। জানা গেছে, আদালতের ওই আদেশের বিরুদ্ধে হারুন অর রশিদ আপিল করেন। মামলায় আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপসকে। সফল হয় হারুন অর রশিদের উদ্দেশ্য। মামলায় আদালত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির স্থগিতাদেশ স্থগিত করেন।

- বিশেষ প্রতিবেদক